তারিখ ... 05-DEC 2013
পৃঃ ১২ কলাম ৫

সংবাদ

মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র উপেক্ষিত

অতিরিক্ত অর্থ আদায়ে দিনাজপুর শিক্ষা কর্মকর্তার ফরমান জারি

প্রতিনিধি, ফুলবাড়ী (দিনাজপুর)

দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার লিখিত নির্দেশে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণ বাবদ প্রতিসেট ৩ টাকার স্থলে ৫ টাকা দাবি করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত সোমবার সকালে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিতে এসে অতিরিক্ত অর্থ দাবির বিষয়টি জানতে পারলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় প্রধান শিক্ষকদের মাঝে। এনিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোছা. জাহান আরা বেগমের সঙ্গে শিক্ষকদের বচসা হয়। অতিরিক্ত টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে পরীক্ষা নিতে অনিহা জানান শিক্ষকরা। শেষ পর্যন্ত শিক্ষকদের চাপের মুখে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ৫ টাকার দাবি পরিহার করে পূর্বের ৩ টাকা বহাল রাখার ঘোষণা দিলে শিক্ষকরা পরীক্ষা গ্রহণের আশ্বাস দেন। ফলে মঙ্গলবার থেকে উপজেলার ১০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রী বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

প্রধান শিক্ষকদের অভিযোগ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ২০০৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রাগম/বিদ্যালয়-২/৪ অভিযোগ (ঢাকা)-৯/২০০০/৬২৭ নম্বর স্মারকে প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র সেট বাবদ ফি নির্ধারণ করা হয় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য ৩ টাকা। কিন্তু জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম মন্ত্রণালয়ের এই জারিকৃত পরিপত্রকে উপেক্ষা করে গত ২ অক্টোবর তারিখের মাসিক সমন্বয় সভায় নিজ খেয়ালখুশি মতো ৩ টাকার স্থলে ৫ টাকা নির্ধারণ করে সেই টাকা আদায়ের জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে নির্দেশ জারি করেছেন, যা পুরোপুরি মন্ত্রণালয়কে চ্যালেঞ্জ করার শামিল।

উপজেলা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সৈয়দ আবুল হাসান আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল আলিম বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব কোন তহবিল নেই। বার্ষিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের ফি থেকে যেটুকু বেঁচে যায় সেগুলো দিয়ে বিদ্যালয়ের চৌয়ালসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ও শিক্ষার্থীদের বিনোদনের পেছনে খরচ করা হয়। সরকারের পরিপত্র অনুযায়ী সারাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র বাবদ ৩ টাকা নেয়া হলেও এখানে দাবি করা হয়েছে ৫ টাকা। এনিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শেষে সেটি প্রত্যাহার করে পরিপত্র অনুযায়ী প্রশ্নপত্র বিতরণ করেছেন শিক্ষা কর্মকর্তা।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোছা. জাহান আরা বেগম বলেন, গত ২ অক্টোবর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে জেলা শিক্ষা সমন্বয় কমিটির সভায় প্রতি সেট প্রশ্নপত্র ৩ টাকার স্থলে ৫ টাকা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা কর্মকর্তার নির্দেশে ৩ টাকার স্থলে প্রতি সেট প্রশ্নপত্র ৫ টাকা আদায়ের জন্য প্রতিনিধিকে বলা হয়েছে। শিক্ষকরা সেটি মানতে রাজি না হওয়ায় পূর্বের মতোই ৩ টাকাতেই প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, সরকারি পরিপত্রটি জারি করা হয়েছে ৮ বছর আগে ২০০৫ সালে। ওই সময় উপকরণের দাম কম ছিল। কিন্তু এখন উপকরণের দাম অনেকগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মাসিক সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে প্রতিসেট প্রশ্নপত্র ৩ টাকার স্থলে ৫ টাকা নেয়ার জন্য।